সমকাল

তারিখ 19 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নরসিংদীতে ছাত্রলীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন কাদির মাহিনকে (৩০) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার শিবপুর উপজেলার কুপিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শাহীন কাদির নরসিংদী সরকারি কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র। তিনি সদর উপজেলার গাবতলী বন বিভাগ এলাকার আবদুল কাদিরের ছেলে।

জানা গেছে, ছাত্রলীগ নেতা হওয়ায় এলাকায় ছোটখাটো

দেনদরবার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

নরসিংদীতে ছাত্রলীগ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করতেন শাহীন। শিবপুর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে গত সংসদ নির্বাচনে বর্তমান এমপি আলহাজ সিরাজুল ইসলাম মোল্লার পক্ষে কাজ করেন তিনি। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের একটি অংশের সঙ্গে তার বিরোধ চলে আসছিল। মঙ্গলবার বিকেলে পুটিয়া এলাকার এক ব্যক্তির নামে বিকাশে ২০ হাজার টাকা আসে। এই টাকার অঙ্ক নিয়ে দাতা-গ্রহীতার মধ্যে বাকবিতণ্ডা হলে ঘটনাটি মাহিনকে জানানো হয়। মাহিন উভয় পক্ষকে ডেকে ঘটনাটি মীমাংসা করে দেন। তবে এক পক্ষের একটি ছেলে অসদাচরণ করায় তাকে কয়েকটি থাপ্পড় মারেন। এর কিছুক্ষণ পরই টাইগার গ্রুপের সাত-আট দুষ্কৃতকারী ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে মাহিনের ওপর হামলা চালায়। তারা তাকে প্রথমে লাঠির আঘাতে মাটিতে ফেলে দেয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত নরসিংদী জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শিবপুরসহ নরসিংদী জেলা জুড়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। শিবপুরের এমপি আলহাজ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা জানান, মাহিন হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পূর্বপরিকল্পিতভাবেই মাহিনকে হত্যা করা হয়েছে। খুনিরা যত বড় শক্তিশালীই হোক, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি শিগগিরই মাহিনের খুনিদের গ্রেফতার করতে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নিহতের পরিবার জানায়, দুপুর ২টার দিকে মাহিন পুটিয়া বাজারে তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যান। সেখান থেকে বিকেলে ঘোড়াদিয়ায় বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন সন্ত্রাসী তাকে পেছন থেকে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। নিহত মাহিনের মাথায় ও শরীরে একাধিক কোপের চিহ্ন দেখা গেছে।

নরসিংদী মডেল থানার ওসি আসাদুজ্জামান বলেন, কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।